দৈনিক ইনকিলাব

67

তারিখ JUL 30 2000
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৭

পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের কাগজ ক্রয়ে বিশ্বব্যাংকের দু'টি শর্ত কার স্বার্থে

আযম মীর ।। প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্পের অধীন পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের জন্য কাগজ ক্রয়ে বিশ্বব্যাংকের নতুন দু'টি শর্ত প্রকল্পের কাজে বাধার সৃষ্টি করছে। এতে আগামী বছরের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ বিলম্ব হওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে কার স্বার্থ রক্ষার জন্য বিশ্বব্যাংক এসব শর্ত আরোপ করে কাজে বাধা সৃষ্টি করছে? অথচ দু'টি শর্তই বাংলাদেশের স্বার্থের অনুকূল নয়। নরওয়ের আর্থিক সহায়তায় আগামী বছরের জন্য প্রাথমিক পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের প্রক্রিয়া শুরু হয় এ বছরের গোড়ার দিকে। এ জন্য ৫ হাজার ৫শ' ৫০ মেট্রিক টন কাগজ ক্রয়ের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বানের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়। এ ব্যাপারে বিশ্বব্যাংকের ঢাকা অফিসের কাছে অনাপত্তিপত্র চাওয়া হলে প্রাথমিকভাবে তা প্রদান করা হয়। এরপর আন্তর্জাতিক দরপত্র আহবানের জন্য বিজ্ঞাপন প্রচারের উদ্যোগ নেয়া হলে আকস্মিকভাবে বিশ্বব্যাংকের ঢাকা অফিস এক পত্র মারফত জলছাপসম্বলিত কাগজ ক্রয়ের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। অপর এক পত্রে কন্টেইনারের মাধ্যমে কাগজ আমদানীর শর্ত প্রদান করে।

জাতীয় পাঠ্যক্রম ও টেক্সটবুক বোর্ড ১৯৯৮ সাল থেকে যে কাগজ দিয়ে পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ করছে তাতে বোর্ডের লোগো-এর জলছাপ ছিল। এর উদ্দেশ্য নির্ধারিত মানের পরিবর্তে নিম্নমানের কাগজ দিয়ে যাতে কেউ বই মুদ্রণ করতে না পারে এবং একই মানের কাগজ দিয়ে সব বই মুদ্রিত হয়। বিশ্বব্যাংক জলছাপ ছাড়াই কাগজ ক্রয়ের জন্য চাপ দিলে সরকারের পক্ষ থেকে এ প্রকল্পের জন্য আর্থিক সাহায্যদাতা দেশ নরওয়ের ঢাকা দূতাবাসকে পত্র দেয়। নরওয়ে দূতাবাস জবাবে জানিয়ে দেয়, বই মুদ্রণের জন্য যে কাগজ ব্যবহার করা হবে তাতে অবশ্যই জলছাপ থাকতে হবে।

২-এর পৃঃ ৬-এর কঃ দেখুন

বিশ্বব্যাংকের দু'টি শর্ত

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সরকার বিশ্বব্যাংককে বিষয়টি জানানোর পরও তারা অনাপত্তিপত্র দিতে গড়িমসি করছে। জানা গেছে, একটি ভারতীয় কোম্পানী ও তার স্থানীয় এজেন্টের স্বার্থ রক্ষার জন্যই বিশ্বব্যাংকের ঢাকা অফিস এই অনাকাংক্ষিত শর্ত আরোপ করছে। সরকার বিশ্বব্যাংককে এ সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য দিয়ে বলেছে, জলছাপসম্বলিত কাগজ ক্রয়ের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ব্যয় হয় না।

শুধু জলছাপ নিয়েই নয়, আমদানীকৃত কাগজ ডেলিভারী দেয়ার ক্ষেত্রেও এক অপ্রয়োজনীয় শর্ত জুড়ে দেয়ার জন্য চাপ দিচ্ছে। তা হলো, আমদানীকৃত কাগজ অবশ্যই কন্টেইনারের মাধ্যমে ঢাকার কমলাপুরে ডেলিভারী দিতে হবে। এ শর্ত পূরণ করতে হলে টনপ্রতি অতিরিক্ত প্রায় ১১০ ডলার ব্যয় হবে। এই বাড়তি অর্থ দিয়ে ২০ শতাংশ বেশী কাগজ সংগ্রহ করা সম্ভব। কাগজ আমদানীর জন্য কন্টেইনার ব্যবহারের কোন প্রয়োজন নেই।

সরকার বিষয়টি বিশ্বব্যাংককে অবহিত করেছে। তারপরও তারা অজ্ঞাত কারণে এ শর্ত বহাল রাখতে চাপ দিচ্ছে।